অরিজিনাল
নতুন সংস্করণ

আধুনিক
অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা

পল্লী চিকিৎসক, ঔষধ শিল্প, ক্লিনিক, হাকীম, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ, স্বাস্থ্যকর্মী, ফার্মাসিস্ট, মেডিকেল এসিস্টান্ট, প্যারামেডিকস ও নার্সদের জন্য প্রযোজ্য

অধ্যাপক ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম

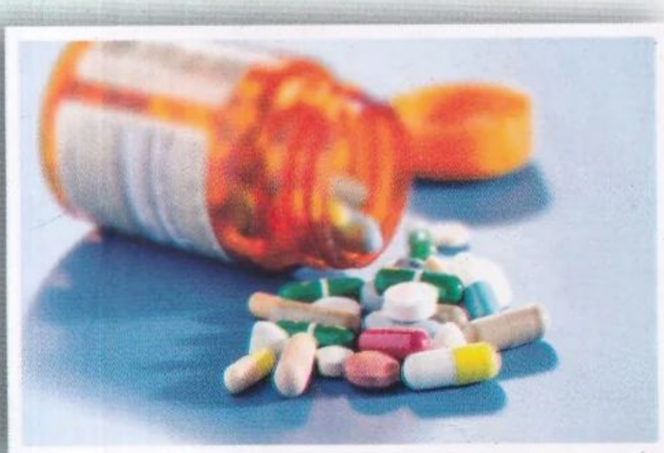

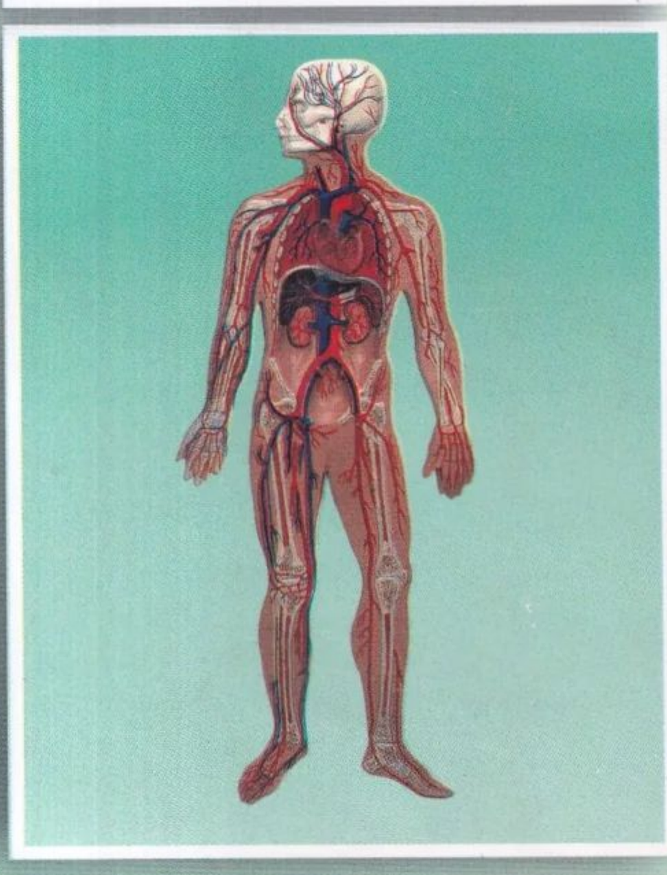

ছবি-১ : জিহ্বায় ঘা

ছবি-২ : জিহ্বায় সাদা প্রলেপ

ছবি-৬ : টিটানী রোগীর আঙ্গুল

ছবি-৭ : কয়লুনাইকিয়া রোগীর আঙ্গুলের নখ

ছবি-৮ : রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস রোগীর আঙ্গুল

ছবি-৯ : ক্লাবিং নখ

ছবি-১০ : একরোমেগালী রোগীর হাতের তালু

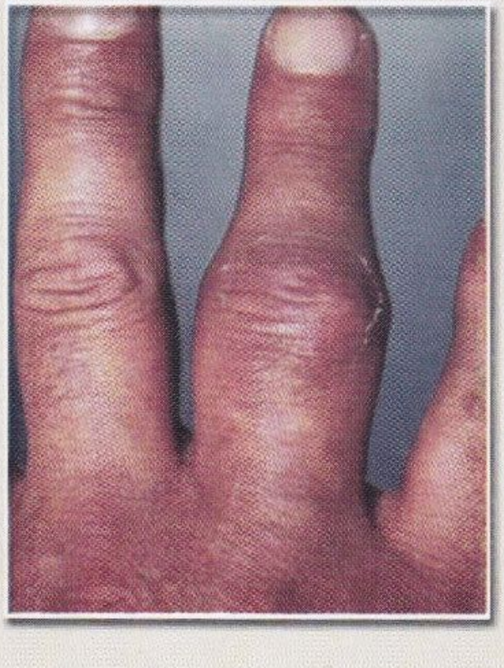

ছবি-১১ : বাতে আক্রান্ত রোগীর হাতের আঙ্গুল

ছবি-১২ : পায়ের উপরের অংশে পানি

ছবি-১৩ : পায়ের পাতায় পানি

ছবি-১৪ : পায়ের নীচের অংশে পানি

ছবি-১৭ : পেটে পানি (শিশু)

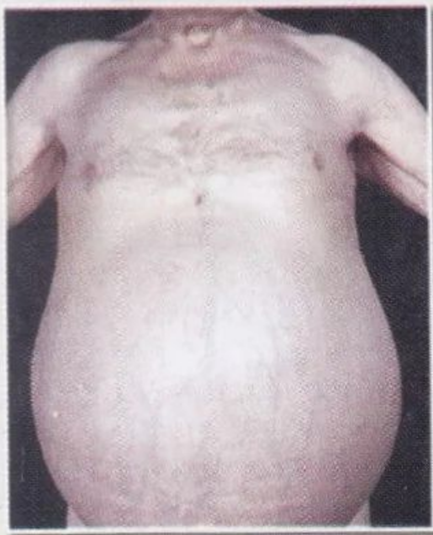

ছবি-১৮ : পেটে পানি (পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ)

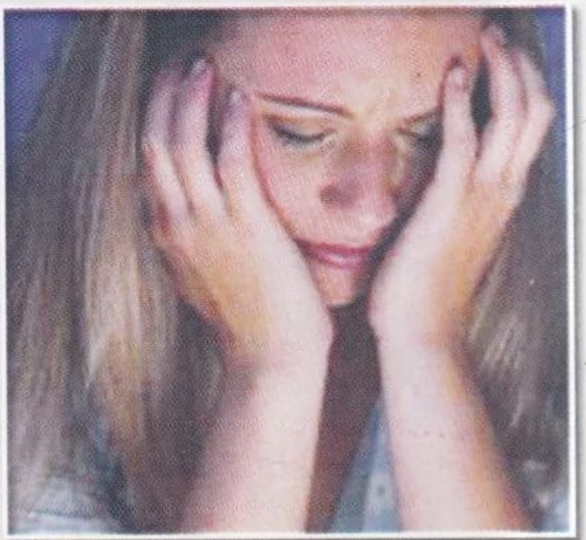

ছবি-১৯ : বিষণ্ন রোগীর চেহারা

ছবি-২০ : দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ রোগীর চেহারা

সূ•চি•প•ত্র

প্রথম অধ্যায়

রোগীর প্রাথমিক শারীরিক পরীক্ষা ১৯

নাড়ী (Pulses) ১৫	ঘাম (Sweeting) ২০
জ্বর (Fever) ১৮	দেহ কম্পন (Tremor) ২০
শ্বাস-প্রশ্বাস (Respiration) ১৯	ব্লাড প্রেসার/রক্তচাপ ২১

ঠোঁট, জিহ্বা, দাঁত ও মাড়ি ২৬

ঠোঁট ২২	শোথ (Oedema)/ দেহে পানি জমা ২৭
জিহ্বা ২২	গলার শিরা ফুলা কি-না? ২৭
দাঁত ২৪	ওজন ২৮
মাড়ি (Gum) ২৪	পুষ্টি ২৯
চোখ ২৫	হাঁটা (Gait) ৩০
নাকের ডগা ও কানের লতি ২৫	চেহারা ও আচরণ (Appearance & Behaviour) ৩০
নখ, আঙ্গুল ও হাতের তালু ২৫	কথা (Speach) ৩১
চামড়া ও চুল ২৬	
থাইরয়েড গ্যান্ড ও লিম্বনোডস ২৭	

ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যম ৫২

ইনজেকশন ৩২	মালিশ ৪৯
ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন ৩২	ড্রপ ৪৯
ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন ৩২	ইনহেলেশন ৪৯
ইন্ট্রাডারমাল ইনজেকশন ৪৯	পার রেকটাল ৫০
সাবকিউটেনাস ইনজেকশন ৪৯	পার ভ্যাজিনা ৫০
ইন্ট্র আর্টিকুলার ইনজেকশন ৪৯	প্রলেপ দেয়া ৫০
ওরাল ৪৯	কুলি করা ৫০
মলম ৪৯	টিকা ৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্বর ও সংক্রামক রোগ (Fever & Infectious diseases) ৫২

সর্দিজ্বর ৫২	ফুড পয়জনিং ৭৮
ইনফ্লোয়েঞ্জা ৫২	কলেরা ৮০

হামজ্বর ৫৪ মাম্পস ৫৫ হারপেস সিমপেক্স ৫৬ ডেঙ্গুজ্বর ৫৭ করোনা ৫৯ চিকুনগুনিয়া জ্বর ৬৫ ডিফথেরিয়া ৬৭ ধনুস্টংকার (টিটেনাস) ৬৮ হুপিংকফ ৭০ টাইফয়েড জ্বর ৭২ প্যারা টাইফয়েড জ্বর ৭৪ টাইফাস জ্বর ৭৫ ডায়রিয়া ৭৬	জিয়ারডিয়াসিস ৮২ ডিসেন্ট্রি বা আমশয় ৮২ রক্ত আমাশয় ৮২ এমিবিক বা আম আমাশয় ৮৪ ম্যালেরিয়া ৮৫ কালাজ্বর ৮৯ পানি বা জল বসন্ত (Chicken pox) ৯১ গুটি বা জাত বসন্ত (Small pox) ৯২ মাংকি পক্স (Monkey pox) ৯২ গোদ রোগ বা ফাইলেরিয়া ৯৪ প্লেগ ৯৬ ব্রোসেলোসিস ৯৭ অ্যানথ্রাক্স (তড়কা রোগ) ৯৯

কৃমি (Helminthiasis) ১০২

এসকারিয়াসিস ১০২ হুক কৃমি বা এনকাইলোস্টোমিয়াসিস ১০৩ সূতা কৃমি বা এন্টারোবিয়াসিস ১০৪	টিনিয়াসিস বা ফিতা কৃমি ১০৫ বক্র কৃমি বা হুইপ ওয়ার্ম ১০৬

<u>তৃতীয় অধ্যায়</u>

নাক কান গলা ও চক্ষু রোগ ১০৮

এলার্জিজনিত সর্দ্দি ১০৮ নাক দিয়ে রক্ত পড়া ১০৯	সাইনুসাইটিস ১১০ নাকের পলিপ ১১৩

কান

কান ব্যাথা ১১৩ কান চুলকানি ১১৫	কানের খৈইল ১১৬ কান পাকা ১১৭

গলা

গলা ব্যথা ১১৯ টনসিলে প্রদাহ ১২০ গলার স্বর বসে যাওয়া ১২১	ফ্যারিনজাইটিস ১২২ খাবার গিলতে কষ্ট ১২২

চোখ

চোখ ওঠা ১২৩	অঞ্জলি (Stye) ১২৮
চোখে খোঁচা লাগা ১২৭	ক্যাটারাক্ট (ছানি) ১২৯
চোখ চুলকানো ১২৮	গ্লোকোমা (Glaucoma) ১৩০
চোখ দিয়ে পানিপড়া ১২৮	

চতুর্থ অধ্যায়

ভিটামিন ও মিনারেলসের অভাবজনিত রোগ ১৩১

ভিটামিন-এ ১৩১	রিকেটস ১৪৩
ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ১৩৩	ভিটামিন-ই ১৪৫
থায়ামিন (ভিটামিন বি$_১$) ১৩৩	ভিটামিন-কে ১৪৬
রিবোফ্লাবিন (ভিটামিন–বি$_২$) ১৩৫	মিনারেলস ১৪৭
নিয়াসিন (ভিটামিন–বি$_৩$) ১৩৬	ফলিক এসিড ১৪৭
পাইরিডক্সিন (ভিটামিন–বি$_৬$) ১৩৭	লৌহ (আয়রন) ১৪৮
কোবালামাইন (ভিটামিন–বি$_{১২}$) ১৩৮	সিডারোসিস ১৫০
মাল্টি ভিটামিন ও মিনারেলস একত্রে ১৩৯	জিঙ্ক ১৫০
এন্টি অক্সিড্যান্ট ভিটামিনস ১৪০	আইওডিন ১৫১
ভিটামিন-সি ১৪০	ক্যালসিয়াম ১৫২
স্কার্ভি ১৪১	ফসফরাস ১৫৪
ভিটামিন-ডি ১৪২	ম্যাগনেসিয়াম ১৫৫

পঞ্চম অধ্যায়

চর্ম ও যৌন রোগ ১৫৬

চর্ম রোগ ১৫৬	দাদ (রিং ওয়ার্ম) ১৬২
আর্টিকারিয়া ১৫৬	পিটারিয়াসিস ভারসিকুলর ১৬৪
খুজলি বা স্ক্যাবিস ১৫৭	ক্যানডি ডিয়াসিস/মনিলিয়াসিস ১৬৪
উকুন (পেডিকোলোসিস) ১৫৯	একজিমা বা ডারমাটাইটিস ১৬৪
পাচড়া (ইমপেটিগো) ১৬০	সরিয়াসিস ১৬৭
বয়েল, কারবাঙ্কল, সেলুলাইটিস, ইরাইসিপেলাস ১৬১	কুষ্ঠ রোগ বা লেপ্রসী ১৭০

যৌন রোগ ১৭৩

সিফিলিস ১৭৩	গনোরিয়াহীন স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে প্রদাহ ১৭৭
গনোরিয়া ১৭৫	

গনোরিয়াহীন পুরুষ মূত্রনালীর প্রদাহ ১৭৬	এইডস ১৭৮ গুপ্তাঙ্গে হারপেস সিমপেক্স ১৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরিপাক তন্ত্রের রোগ (Diseases of Gastro-enterology) ১৮০

দাঁত ব্যথা, দন্তক্ষয় ও পাইওরিয়া ১৮০ মুখের ঘা (Stomatitis) ১৮০ ওরাল ক্যানডিডিয়াসিস ১৮১ হারপেটিক জিনজিবো স্টমাটাইটিস ১৮২ এফথাস আলসার ১৮২ জিহ্বার প্রদাহ (Glossitis) ১৮৩ মাড়ির প্রদাহ (Gingivitis) ১৮৩ ঢোক গিলতে অসুবিধা (Dysphagia) ১৮৩ গ্যাস্ট্রাইটিস ১৮৫ পেপটিক আলসার ১৮৬ বমি ১৯১ রক্তবমি ও আলকাতরার মতো মল ১৯৩ হিক্কা ১৯৩	পেটফাঁপা ও অজীর্ণ (Flatulence & Dyspepsia) ১৯৪ পাকস্থলীর ক্যানসার ১৯৫ কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) ১৯৭ পায়ূপথে ফাটা (Anal fissure) ১৯৯ গুহ্যদ্বার চুলকানি ১৯৯ অর্শ (Haemorrhoids) ২০০ গুহ্যদ্বারে থ্রাশ ২০১ একিউট এবডোমেন ২০১ অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা ২০২ পেরিটোনাইটিস ২০৩ এপিনডিসাইটিস ২০৪ হার্নিয়া ২০৫

লিভার ও গল ব্লাডারে অসুখ (Hefato-billiary diseases) ২০৬

জন্ডিস ২০৬ ভাইরাল হেপাটাইটিস ২০৮ হেপাটাইটিস–এ ২০৮ হেপাটাইটিস–বি ২১০ হেপাটাইটিস–সি ২১২ হেপাটাইটিস–ডি ২১৩ হেপাটাইটিস–ই ২১৪ লিভার সিরোসিস ২১৪	লিভার এবসেস ২১৬ লিভার ক্যানসার ২১৮ পেটে পানি (Ascites) ২১৯ পিত্তথলির পাথর ২২০ পিত্তথলির প্রদাহ (কলেসিসটাইটিস) ২২২ একিউট কলেসিসটাইটিস ২২২ ক্রনিক কলেসিসটাইটিস ২২৩

প্যাংক্রিয়াসের (অগ্নাশয়) রোগ ২২৪

একিউট প্যাংক্রিয়াটাইটিস ২২৪	প্যাংক্রিয়াসে ক্যানসার ২২৬
ক্রনিক প্যাংক্রিয়াটাইটিস ২২৫	

সপ্তম অধ্যায়

শ্বাসতন্ত্রের রোগ (Respiratory diseases) ২২৭

কাশি ও রক্ত কাশি ২২৭	ব্রংকাইটিস ২৩৬
শ্বাসকষ্ট ২২৭	ফুসফুসে যক্ষা ২৩৬
হাঁপানী (Asthma) ২২৮	ফুসফুসে পানি ২৪৩
স্টাটাস এজমাটিকাস ২২৯	ফুসফুসে ক্যানসার ২৪৪
নিউমোনিয়া ২৩৩	

হৃদরোগ (Heart diseases) ২৪৬

বুকে ব্যথা ২৪৬	মাইওকার্ডিয়াল ইনফারকশন ২৬৭
গলার চামড়া লাফানো ২৪৬	স্ট্যাবল এনজাইনা পেকটোরিস ২৭০
হৃদস্পন্দনের গোলযোগ ২৪৬	আনস্ট্যাবল এনজাইনা ২৭০
এট্রিয়াল ফিবরিল্যাশন ২৪৭	হঠাৎ মৃত্যু বা কারডিয়াক এরেস্ট ২৭৩
এট্রিয়াল ফ্লাটার ২৪৮	জন্মগত হৃদরোগ (Congenital heart diseases) ২৭৩
কার্ডিয়াক এরেস্ট ২৪৯	কো-আরকটেশন অফ এওরটা ২৭৫
কার্ডিয়াক ম্যাসাজ ২৫১	পালমোনারি স্টেনোসিস ২৭৬
হার্ট ফেইলার ২৫১	ফেলট'স ট্রেট্রালোজি ২৭৭
উচ্চ রক্তচাপ ২৫৬	
বাত জ্বর (রিউমেটিক ফিভার) ২৬২	
কার্ডাইটিস ২৬৩	
করোনারী হৃদরোগ ২৬৬	

অস্টম অধ্যায়

কিডনি, মূত্র ও প্রজনন তন্ত্রের রোগ ২৭৮

প্রস্রাব বেশি হওয়া ২৭৮	কিডনি ফেইলর ২৮৪
প্রস্রাব কমে যাওয়া ২৭৮	একিউট রেনাল ফেইলর ২৮৪
প্রস্রাব তৈরি না হওয়া ২৭৯	ক্রনিক রেনাল ফেইলর ২৮৫
রিটেনশন অফ ইউরিন ২৭৯	কিডনির পাথর ২৮৬
প্রস্রাব দিয়ে রক্ত যাওয়া ২৮০	ঔষধ দ্বারা কিডনির ক্ষতি ২৮৮
একিউট গমেরিউলো নেফ্রাইটিস ২৮০	কিডনির টিউমার ২৮৯

নেফ্রেটিক সিনড্রম ২৮২ প্রস্রাবের রাস্তায় প্রদাহ ২৮৩	প্রস্টেট বড় হওয়া ২৮৯ প্রস্টেট ক্যানসার ২৯১ অণ্ডকোষের ক্যানসার ২৯২

নবম অধ্যায়

হরমোন ও মেটাবোলিক রোগ ২৯৩

জাইগানটিজম ও এক্রোমেগালি ২৯৩ কুশিং সিনড্রম ২৯৪ হাইপার থাইরয়েডিজম ২৯৫	হাইপোথাইরয়েডিজম ২৯৭ টিটানী ২৯৯

বহুমুত্র বা ডায়াবেটিস রোগ (Diabetes Mellitus) ৩০১

বহুমুত্র বা ডায়াবেটিস রোগ কী ও কেন ৩০১	ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস ৩১১

দশম অধ্যায় : রক্তের অসুখ ৩১২

রক্তহীনতা (Anaemia) ৩১২ থেলাসেমিয়া ৩১৭ লিউকেমিয়া ৩১৯ একিউট লিউকেমিয়া ৩১৯ ক্রনিক লিউকেমিয়া ৩২২	ক্রনিক মাইলয়েড লিউকেমিয়া ৩২৩ হজকিন'স রোগ ৩২৪ হজকিন'স লিমফোমা ৩২৪ নন হজকিন'স লিমফোমা ৩২৫ হিমোফিলিয়া ৩২৭

হাড় ও সন্ধি রোগ ৩২৯

হাড় ভাঙ্গা (Fracture) ৩২৯ রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস ৩২৯ এনকাইলোসিস স্পনডাইলাইটিস ৩৩৪	সিস্টেমেকি লোপাস ইরাইথেম্যাটোসাস ৩৩৫ বাত (Gout) ৩৩৭

একাদশ অধ্যায়

স্নায়ু ও মাংসপেশীর রোগ ৩৪১

মৃগী রোগ (Epilepsy) ৩৪১ স্ট্যাটাস ইপিলেপটিকাস ৩৫২ সেরেব্রো ভাসকুলার ডিসঅর্ডার ৩৫৩ প্যারালাইসিস ৩৫৭ লোয়ার মটর নিউরণ লিশন ৩৫৮ প্যারাপ্লেজিয়া ৩৫৮ ফ্যাশিয়াল পলসি বা বেল'স পলসি ৩৫৯	পারকিন্‌সনিজম (পারকিন্‌সন'স রোগ) ৩৬৭ এক্সট্রা পিরামিডাল সিনড্রম ৩৭১ ম্যানেনজাইটিস ৩৭৩ ব্রেইন টিউমার ৩৭৫ কোমর ব্যথা ৩৭৭ সারভিক্যাল স্পনডিলোসিস ৩৭৮

ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া ৩৬১ মাইগ্রেন ৩৬৩ মিনিয়ার'স রোগ ৩৬৫ ফ্যাশিয়াল পেইন ৩৬৬ ক্লুনাল ফ্যাশিয়াল স্পাজম ৩৬৭	নিউরোপ্যাথি ৩৭৯ মনোনিউরোপ্যাথি ৩৮০ পলি নিউরোপ্যাথি ৩৮১ মটর নিউরণ ডিজিজ ৩৮৩ মায়াসথেনিয়া গ্রাভিস ৩৮৫ মাইওপ্যাথি ৩৮৭

মানসিক সমস্যা ও রোগ (Psychiatric disorders) ৩৮৮

মাথা ব্যথা ৩৮৮ মাথা ঘোরা ৩৮৯ অনিদ্রা (Insonia) ৩৯০	মনোরোগের শ্রেণীবিন্যাস ৩৯৩ নিউরোসিস ও সাইকোসিসের পার্থ্যক্য ৩৯৫

দুশ্চিন্তারোগ (Anxiety disorders) ৩৯৭

অহেতুক ভয় ৪০১ বাইরে গেলে ভীতি ৪১১ সুনির্দ্দিষ্ট ভীতি ৪০৩ সামাজিক ভীতি ৪০৪ প্যানিক ডিসঅর্ডার ৪০৫ সূচিবাই (Obsessive compulsive disorder) ৪০৯ হিস্টেরিয়া (Dissociative & conversion disorder) ৪১২	স্কিজোফ্রেনিয়া ৪১৬ মুড ডিসঅর্ডারস ৪২২ বিষণ্নতা (Depressive disorders) ৪২২ মেনিয়া/হাইপোম্যানিয়া ৪২৮ ডেলিরিয়াম ৪৩১ ডিমেনশিয়া ৪৩৩ নেশা (Substance dependance) ৪৩৬

দ্বাদশ অধ্যায়

শিশু রোগ ৪৪০

নবজাতকের ধনুষ্টংকার ৪৪০ নবজাতকের খিঁচুনী ৪৪১ জ্বর জনিত খিঁচুনী ৪৪২ শিশুর ডায়রিয়া ৪৪৩ শিশুর রক্ত আমাশয় ৪৪৪	নবজাতকের নিউমোনিয়া ৪৪৫ নবজাতকের প্রদাহ ৪৪৬ শিশুর হাঁপানী ৪৪৮ পলিও মাইলাইটিস ৪৪৮ অটিজম (Autism) ৪৬৫

মেয়েদের রোগ ৪৬৭

স্তন ফুলা ও ব্রেস্ট এবসেস ৪৬৭ লিউকোরিয়া ৪৬৭ মাসিকের সময় ব্যথা (Dysmenorrhoea) ৪৬৯	গর্ভপাত (Abortion) ৪৭২ প্রসবের পূর্বে রক্তপাত ৪৭৩ প্রসবের পর রক্তপাত ৪৭৩ প্রসবের পর জ্বর ও প্রদাহ ৪৭৪

প্রিএকলামসিয়া ৪৬৯ একলামসিয়া ৪৭০	প্রসবোত্তর মানসিক সমস্যা ৪৭৫ বন্ধাত্ত্ব (Infirtility) ৪৭৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিবিধ ৪৭৮

আগুনে পোড়া (Burn) ৪৭৮ কোমা ও অজ্ঞান রোগী (Coma) ৪৭৮ শক (Shock) ৪৭৯ বিষ সেবন (Poisoning) ৪৮০ ইঁদুর ও কীট পতঙ্গ মারার বিষ ৪৮০ ধতুরা পয়জনিং ৪৮১ আফিং পয়জনিং ৪৮২	বারবিচুয়েট পয়জনিং ৪৮৩ কেরোসিন পয়জনিং ৪৮৩ সাপের কামড় (Snake bite) ৪৮৪ কুকুরের কামড় ও র‍্যাবিস (Rabies) ৪৮৬ হীট স্ট্রোক ৪৮৮

চর্তুদশ অধ্যায়

অলটারনেটিভ মেডিসিন ৪৯০

ঔষধি গাছ দ্বারা চিকিৎসা ৪৯১ আর্য়ুবেদ ৪৯১ আকুপাংচার ৪৯২ আকুপ্রেশার ৪৯২ যোগব্যায়াম ৪৯৩ ধ্যান ৪৯৩	দেহ মন্থন ৪৯৩ রিফ্লেক্সোলজি ৪৯৪ লাইট থেরাপি ৪৯৪ এরামাথেরাপি ৪৯৫ উপসংহার ৪৯৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্বর ও সংক্রামক রোগ

(Fever & Infectious diseases)

সর্দ্দিজ্বর (Common cold /Acute coryza)
একুইট করিজা বা কমন কোল্ডকে বাংলায় বলে সর্দ্দিজ্বর। এটা শুরু হয় হঠাৎ করে। এতে নাক জ্বলবে, হাঁচি আসবে, নাকে খোচানো অনুভূতি হবে ও নাক চুলকাবে। অল্প জ্বর থাকবে, গলা শুকাবে ও ব্যথা করবে। মাথা ভার থাকবে এবং নাক দিয়ে অনবরত পানি ঝরবে (Rhinorrhoea)। এভাবে ১-২ দিন থাকার পর প্রদাহ হয়ে সর্দ্দি ঘন ও পুঁজের মতো হবে এবং কাশি হবে। নাকের ছিদ্র বন্ধ হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত হবে। সর্দ্দিজ্বর রোগটি পরবীর্ততে **সাইনুসাইটিস** রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া **ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া,** কানের ভিতরে অডিটরি টিউবস বন্ধ করে **শ্রবণ শক্তি কমাতে পারে** ও **মধ্যকর্ম প্রদাহ** (Otitis media) হতে পারে। সর্দ্দিজ্বর রোগটি ভাইরাস দ্বারা হয়। ভাইরাসটির নাম হচ্ছে রাইনুভাইরাস (Rhino virus) এবং এই ভাইরাসটি একটি লোককে বছরে ২-৩ বার আক্রমণ করতে পারে। সেজন্য এই রোগকে **ভাইরাল রাইনাইটিস** ও (Viral rhinitis) বলে।

জটিলতা
(১) সাইনোসাইটিস, ২. ব্রংকাইটিস, ৩. নিউমোনিয়া, ৪. অটাইটিস মেডিয়া, ৫. বধিরতা (Due to blockage of eustachian tubes)।

চিকিৎসা

অনেক ক্ষেত্রে রোগী আপনা আপনি ভাল হয়ে যেতে পারে। রোগীকে ২-৩ দিন পৃথক বা আলাদা থাকা উচিত যাতে অন্য কেও এতে আক্রান্ত না হয়। নাকের সর্দ্দির জন্য ডিকনজেসট্যান্ট স্প্রে কিংবা ড্রপ ব্যবহার করা হয়।

১. প্যারাসিটামল ৫০০-১০০০ মিলিগ্রাম ৪-৬ ঘন্টা পর পর ব্যথা কমার জন্য ভরা পেটে খেতে দিতে হবে। প্যারাসিটামল সাপোজিটরিও গুহ্যদ্বারে ব্যবহার করা হয়।

২. ডিকনজেসট্যান্ট (De congestant) : দিনে ২-১ বার অল্প দিনের জন্য ব্যবহার যোগ্য। নিম্ন বর্ণিত নামে পাওয়া যায়।

- Xylometazoline Hcl : ৭ দিনের বেশি ব্যবহার করা ঠিক নয়। এটা নিম্ন বর্ণিত নামে পাওয়া যায়।
  - → Antazole nasal drop .05%, o.1% (Square)
  - → Xylovin nasal drop .05%, o.1% (Opso-saline)
  - → Rhinozal nasal drop .05%, o.1% (Acme)

অথবা,

- Oxymetazoline : এটা নিম্নলিখিত নামে পাওয়া যায়।
  - → Nazolin nasal spray 0.25%, .05% (Beximco)

অথবা,

- Phenylephrine Hcl :
  - → Fenox nasal drop 0.25%, .05%
  - → Genox nasal drop 0.25%, .05%
- Ephedrine Hcl :
  - → Remadrin nasal drop 0.5% (Reman).

৩. টিংচার বেঞ্জোইন কো : (Tr. Benzoine co.) কিংবা মেনথল (Menthol) গরম পানিতে মিশিয়ে ভাপ নিলে উপকার হবে।

৪. লজেঞ্জ : বেনজোকেইন (Benzocaine) চুষে খেলে গলা ব্যথার উপসম হবে কারণ এটা স্থানীয় এনিসথেটিক হিসেবে কাজ করবে।

৫. এন্টিহিসটাসিন ঔষধ সর্দ্দি, হাঁচি ও গলায় সুরসুরি কমাবে, যেমন :

* Non sedadive Antihistamine, Fexofenadine, Loratadine

* Sedative Antihistamine : Chlorpheniramine maleate, Diphenhydramine Hcl, Promethazine Hcl, Hydroxygin.

৬. ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রদাহ হলে, যেমন : গলায় প্রদাহ, শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের প্রদাহ, সাইনুসাইটিস কিংবা মধ্যকর্ন প্রদাহ (Otitis media), তাহলে Cap. Cefixine 200mg/400mg ১ টি ক্যাপসুল ১২ ঘন্টা পর পর ১ সপ্তাহ দিতে হবে। বাচ্চাদের বেলায় সিরাপ কিংবা ড্রপ ব্যবহার করতে হবে।

ইনফ্লোয়েঞ্জা (Influenza)

মিক্সোভাইরাস (Myxo virus) দিয়ে সংক্রামিত হয়ে এই রোগ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে তিন ধরনের ভাইরাস 'এ' ও 'বি' দেখা যায়। রোগটি হঠাৎ দেখা দেয়। প্রথমে মাথা ধরা, পিঠে ব্যথা, হাতপায়ে ব্যথা, খাদ্যে অরুচি, বমি বিম ভাব, বমি হওয়া সহ জ্বর ২-৩ দিন থাকে এবং সাথে শুকনা কাশি হবে। বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানে অন্যদের মাঝে তাড়াতাড়ি রোগটি ছড়ায়। সাধারণত ৩-৫ দিন থাকার পর রোগটি এমনিতেই ভাল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত

হয়ে জটিলতা হিসেবে শ্বাস নালীর প্রদাহ (Tracheitis), ব্রংকাইটিস, ব্রংকোনিউমোনিয়া হতে পারে। ইনফ্লোয়েঞ্জা সেরে গেলে দূর্বলতা ও বিষণ্নতা (Post viral fatigue syndrome) কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারে। ইনফ্লোয়েঞ্জা এ-ভাইরাসের চেয়ে ইনফ্লোয়েঞ্জা বি-ভাইরাসে আক্রান্ত রোগটি মৃদুভাবে প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা

রোগীকে জ্বর থাকা দিনগুলোতে বিছানায় থাকতে হবে।

১. প্যারাসিটামল, মাথা ধরা, শরীর ব্যথা ও জ্বরে উপকার হবে। দৈনিক ৪-৬ ঘণ্টা পর ৫০০-১০০০ মিলিগ্রাম তবে খালি পেটে দেওয়া ঠিক নয়। এটা সাপোজিটর হিসেবে পায়ূপথে ব্যবহার করা হয়।

২. Pholcodine অথবা Methadone শুকনা কাশির জন্য উপকার হবে, ইহা Cough suppression হিসেবে কাজ করবে।

৩. ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ব্রংকাইটিস অথবা নিউমোনিয়া হলে : Amoxicillin+Clavulanic Acid ৮ ঘণ্টা পর পর ১ সপ্তাহ।

অথবা,

Erythromycin ৫০০ মি.গ্রাম. দিনে ৪ বার। অথবা, Clarithromycin ৫০০ মি.গ্রাম দিনে ২ বার ১ সপ্তাহ। Spiramycin (Tab. Rovamy-cine) ভাল কাজ করে,

৪. শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হলে Solbutamol or, Terbutaline ২০০-৫০০ mi-crogram ৪-৬ ঘণ্টা পর পর ইনহেলেশন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

হামজ্বর (Measles)

হামজ্বর প্যারামিক্সোভাইরাস দ্বারা সংঘঠিত একটি সংক্রামক ব্যাধি। প্রথমবার হলে পরবর্তী সময়ে এর বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধ (Immunity) ক্ষমতা গড়ে উঠে বিধায় একবারই এই রোগ হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগটি শিশু বয়সে হয়ে থাকে। এর ইনকিউবিশন পিরিয়ড হচ্ছে গড়ে ১০ দিন।

রোগী প্রথমে সর্দ্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়। জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া, হাচি দেওয়া, চোখ লাল রং ধারণ করে পানি পড়া, কাশি, গলার স্বর বসে যাওয়া, সূর্যের আলো সহ্য করতে না পারা, এগুলো দ্বিতীয় দিনে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ সময় গালের ভিতরের অংশে **কপলিকস স্পট** (Koplik`s spot) নামে সাদা সাদা দানা থাকবে। আক্রান্ত শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়।

পরবর্তী ২-৩ দিন পরে ঐ সাদা দানা চলে যাবে। কিন্তু উভয় কানের পেছনে এবং কপাল ও মাথার চুলের সংযোগস্থলে ঘার লাল রং-এর দানা (Rash) দেখা দেয়। কয়েক ঘণ্টা পর সারা দেহে হামের লাল রং এর দানা দেখা যাবে। আস্তে আস্তে লাল দানাগুলো ঘার হয়ে ধূষর রং ধারণ করতে

থাকবে। এ সময় জ্বরও কমতে থাকবে। পরে দানাগুলো মিশে যাবে কিন্তু ডায়রিয়া থাকবে।

জটিলতা (Complications)

ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রদাহ হয়ে (Secondary infection) নিম্নলিখিত রোগ হতে পারে।

- মধ্যকর্ণ প্রদাহ (Otitis media)
- নিউমোনিয়া
- করনিয়াল আলসার : কনজাংটিভাইটিস থেকে এটা হতে পারে
- মুখ-জিহ্বায় প্রদাহ (Stomatitis)
- পাকস্থলী-অন্ত্রে প্রদাহ (Gastro-enteritis)
- পুষ্টিহীনতা
- এনকেফালইটিস
- মৃত্যু

চিকিৎসা

রোগীকে পৃথকভাবে রাখতে হবে এবং স্কুলে যাওয়া ১০ দিন বন্ধ রাখতে হবে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা প্রদাহ হলে জটিলতা থেকে প্রতিকার পাবার জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে। ভিটামিন-এ উপকার আসে।

প্রতিরোধ

Live attenuted measles virus-এর ০.৫ মি.লি. ভ্যাকসিন চামড়ার নিচে ৯ মাস বয়স থেকে ২ বছররের মধ্যে দিতে হয়।

মাম্পস (Mumps)

পেরামিক্সো ভাইরাস দ্বারা সংগঠিত ইহা একটি সংক্রামক রোগ। প্রধানতঃ স্কুলে গমনকারী শিশুদের (৫-৯ বছর বয়স) এবং যুবকদের এই রোগ দেখা দেয়। এতে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড আক্রান্ত হয়ে ফুলে যায়। এ রোগের ইনকিউবেশন পিরিয়ড হলো গড়ে ১৯দিন।

লক্ষণ

অসুস্থ্য ভাব, জ্বর, মাথা ব্যাথা একদিকে বা উভয় দিকে কানের লতির নিচে চোয়ালের কোনে ব্যাথা তৎসহ একটি বা উভয় প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ফুলে যায়। অনেক সময় জ্বর ও ব্যথা না হয়ে শুধু শুধু প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ৭৫% ফুলে যেতে পারে এবং এভাবে রোগটি শুরু হতে পারে। এই গ্ল্যান্ডের নিচে সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডগুলো ফুলে ব্যথা হতে পারে। এ রোগে প্রতি ৪ জন যুবকের বেলায় ১ জনের ইপিডিডাইমিস ও অণ্ডকোষে প্রদাহ (Epididymo orchitis)

হয় । এক তৃতীয়াংশ রোগীর বেলায় এই অরকাইটিস উভয় দিকের অণ্ড কোষে হয়ে থাকে। যদি উভয় অণ্ডকোষ আক্রমণ করে তবে **বন্ধ্যাত্ব** হয়ে যেতে পারে। মাম্পসের সাথে যদি পেটে ব্যথা থাকে তবে বুঝতে হবে **প্যাংক্রিয়াটাইটিস** এবং মহিলা রোগীদের বেলায় **ডিম্বানু প্রদাহ** (Ophoritis) হয়েছে। **একুইট লিমফোসাইটিক মেনেনজাইটিস** হতে পারে অর্ধেক রোগীর বেলায়।

চিকিৎসা

রোগীকে আলাদা করে রাখতে হবে। ব্যাথা ও জ্বরের জন্য এনালজেসিক দিতে হয়। প্রেডনিসোলন (Prednisolon) রোজ ৪০ মি.গ্রা. করে ৪ দিন দিতে হবে। প্রেডনিসুলন এর সাথে এন্টাসিড ভরা পেটে খেতে বলা হয়।
প্রেডনিসোলন ঔষধ নিম্ন নামে পাওয়া যায়:

* Tab. Cortan 5, 20mg (Incepta)
* Tab. Deltasone 5mg (Reneta)
* Tab. Prednisolone 5mg (Ambee)

হারপেস সিমপ্লেক্স (Herpes simplex)

হারপেসে সিমপ্লেক্স ভাইরাস (HSV) হলো ডিএনএ ভাইরাস। এটা ২ ধরনের : টাইপ-১ ও টাইপ-২। এই টাইপ-২ ভাইরাস সাধারণতঃ প্রজননক্রিয়ার মাধ্যমে ছড়ায় ফলে গুহ্যদ্বারে ও যৌনাঙ্গে রোগটি সংঘঠিত হয়। উভয় প্রকার ভাইরাস দ্বারা যে সমস্ত প্রদাহ হয় সেগুলো হলো–

- শিশুদের মুখে ঘা (Herpetic stomatitis)
- সব বয়সের চোখের বেলায় প্রদাহ হয় কর্ণিয়াতে : হারপেস কেরাটাইটিস (Herpes keratitis)
- নার্সদের ক্ষেত্রে আঙ্গুলে প্রদাহ, প্যারোনাইকিয়া (Finger whitlow)
- মহিলাদের বেলায় : গুপ্তাঙ্গে ব্যাথযুক্ত প্রদাহ (Vulvo-vaginitis)
- পুরুষের বেলায় : পুরুষাঙ্গে ব্যাথাযুক্ত প্রদাহ।
- ফ্যারিনজাইটিস।
- চামড়ায় : একজিমা হারপেটিকাস।
- সবার বেলায় : এনকেফালাইটিস (Encephalitis), মেনিনজাইটিস।
- গর্ভবতীর যৌনাঙ্গে যদি এই ধরনের প্রদাহ থাকে তবে বাচ্চা প্রসবের সময় নবজাতককে উক্ত ভাইরাস আক্রমণ করবে এবং বাচ্চার মারাত্মক ক্ষতি হবে। সেজন্য এই রোগ গর্ভবতী মা'র গুপ্তাঙ্গে থাকলে সিজারিয়ান সেকশন করে বাচ্চা বের করে আনা হয়।
- উক্ত ভাইরাসের জন্য ঠোটে ঘা (Herpes labialis) হবে।